যুগান্তর

তারিখ : 17 MAY 2005
পৃষ্ঠা — ১৬ কলাম — ১

শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা যাবে না

নবায়ন এমপিওভুক্তি নয় : সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত

শফিউল ইসলাম

এখন থেকে শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশে আর নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ) খোলা যাবে না। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবায়ন এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও ভুক্তকরণেও বোর্ডের কোন ক্ষমতা থাকবে না। এসব কাজের দায়িত্ব পালন করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ করা কনসালটিং ফার্ম। ফলে শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা খর্ব হল। সরকার সম্প্রতি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিগগির কনসালটিং ফার্ম নিয়োগে টেন্ডার আহ্বান করা হবে

যাবে না : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

যাবে না : শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, বিশ্বব্যাংকের চাপের মুখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার যদি এ সিদ্ধান্ত না নিত তাহলে সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাখাতে বিশ্বব্যাংকের দেয়া প্রায় ১৫' কোটি টাকা অনুদান বন্ধ করে দেয়া হতো। অনুদানের এ অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের এ বিষয়টি জুড়ে দেয়া হয়।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড এবং আন্তঃশিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ আনোয়ারুল হককে এ বিষয়ে একটি ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয়। ওই বার্তায় বলা হয়, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলো এখন থেকে আর সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এ কাজ করার জন্য কনসালটিং ফার্ম নিয়োগ করতে হবে। আগে এসব কাজ করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় এবং কলেজ পরিদর্শকদের পরিদর্শনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বোর্ড এ দায়িত্ব পালন করত। এখন এসব নিয়োগকৃত কনসালটিং ফার্ম করবে। ফার্মের সুপারিশ প্রথমে সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে দেয়া হবে। বোর্ড তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) দেবে। এরপর মাউশি মন্ত্রণালয়ের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে।

সূত্র জানায়, কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বয়স এবং অভিজ্ঞতা কমপক্ষে ৫ বছর হতে হবে। কাঠামো অনুযায়ী জনবল এবং নিজস্ব কার্যালয়ও থাকতে হবে। নিয়োগ পাওয়া ওই কনসালটিং ফার্মের দেয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন, নবায়ন এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডকে সুপারিশ করবে।

এ প্রসঙ্গে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ আনোয়ারুল হক যুগান্তরকে বলেন, আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের একটি চিঠি তার কাছে এসেছে। এ ব্যাপারে শিগগির পত্রপত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে।

অপর একটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দাতাগোষ্ঠীর চাপেই সরকার এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। দাতাগোষ্ঠীরা বলেছে, এসব কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকারকে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। অনুদান বন্ধের আশঙ্কায় সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।